দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 8 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

129

বেতন-ভাতা আসছে ঃ বছর শেষে ফেরত যাচ্ছে

টাঙ্গাইলের একটি প্রাঃ বিদ্যালয়

টাঙ্গাইল, ৭ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– মধুপুর থানার ধনবাড়ী ইউনিয়নের মমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক–শিক্ষিকারা নয় বছর যাবৎ তাদের বেতন–ভাতা পচ্ছেন না। প্রতিবছরই তাদের জন্য বেতন–ভাতার অর্থ আসছে এবং বছরশেষে ফেরত যাচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের একটি সূত্র জানান, মধুপুর থানার ধনবাড়ী ইউনিয়নের গড় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত মমিনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৬৯–৭০ সালে তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ পায়। প্রথম কিস্তিতে এই অর্থ থেকে ১৬ হাজার টাকা উত্তোলন করে বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণকাজ শুরু হয়। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নির্মাণকাজ বন্ধ থাকে। পরে এক প্রচন্ড ঝড়ে বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন গৃহ বিধ্বস্ত হয়। ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার মমিনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মধুপুর থানার ৮৯টি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করেন। তখন থেকেই এই বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষকের জন্য সরকারী বেতন–ভাতার অর্থ আসতে থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়টি চালু না থাকায় বছরশেষে ওই অর্থ ফেরত যায়। ১৯৮৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে ওই বিদ্যালয়টি বন্ধ থাকার কারণ অনুসন্ধান করা হয় এবং '৬৯–৭০ সালে বরাদ্দকৃত ২০ হাজার টাকা থেকে ১৬ হাজার টাকা ব্যয়ের খোঁজ নেয়া হয়। অনুসন্ধানকালে সরকারী কর্মকর্তারা এলাকাবাসীদের পরামর্শ দেন নিজেদের খরচে বিদ্যালয়ভবন নির্মাণ করে বিদ্যালয় চালু করতে। বিদ্যালয়টি যেহেতু সরকারী বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত এবং এর শিক্ষক–শিক্ষিকাদের বেতন–ভাতাও আসছে, সুতরাং বিদ্যালয়টি চালু হলে সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে এই প্রত্যাশায় এলাকাবাসী ৪ জন বেকার যুবক–যুবতীর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করেন। ওই ৪ জন যুবক–যুবতীকে শিক্ষক–শিক্ষিকা হিসেবে বিদ্যালয় কমিটি নিয়োগপত্র দেন। যথারীতি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে বিদ্যালয়টির স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৫ সাল থেকেই।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অভিমত

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় উপ–পরিচালক বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করে প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য টাঙ্গাইল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নিকটও চিঠি দেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল হামিদ খান গত ২০শে এপ্রিল মধুপুর থানা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আজিজ খানকে সাথে নিয়ে মমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ৪ জন শিক্ষক–শিক্ষিকা এবং ২শ' ৬৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১শ' ৭৫ জনকে উপস্থিত দেখতে পান। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল হামিদ খান জানান, ১৯৭৩ সাল থেকে মমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রতিবছর বেতন–ভাতা আসছে। এই বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ভূমি, শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী সবই আছে। এ ব্যাপারে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন।